উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ আরেফুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
• শেখ এ. সাহিদ • শা, মা, • এহসানুল ইসলাম
• বাদল হক • আবদুল হক • আরিফ মাহমুদ
• এইচ এস ফিরোজ • লরিন • ফারুক আহমেদ
• সুমন মিত্র • মাসুদুর রহমান • জহির হোসেন
• সীনা ইনাম • রেহানা আখতার
• এ মল্লিক রাজ • জহিরুল করিম
বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেনিন - আমেরিকা
ডা. এস. মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অস্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ - জাপান
আবুল কাশেম মিয়া - জাপান
এস. বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিঙ্গাপুর
এন, এম, জামাল - সুইডেন
ইমরুল কায়েস - ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান - হল্যাণ্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ - মধ্যপ্রাচ্য
শিল্প নির্দেশনা : আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ : সিস্টাম
ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০৬৪৮৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬
মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫৩ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
• নাজনীন সামাদ
• সালমা ফেরদৌস রীথি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক :
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন
প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬
দাম প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিস্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিস্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

মৃতবিজ্ঞানের কবরে নয়, নববিজ্ঞানের দ্বারে আসুন

বিজ্ঞানের ছাত্র একজন বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশে। বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান শিক্ষার চরাচর এক সাহারার রূপ নেবার পর এ পদক্ষেপ ঝাঁসীর রানীর পরাজয়ের পর বাহাদুর শাহের প্রেরিতসেনাদল আবির্ভাবের মতই বিয়োগান্তক মধুরেণ। গণতন্ত্রটা নিজে যেমন সমাধান নয়, সমস্যাসংকুল সমাজ জগতে একটা সমাধানের প্রক্রিয়া, তেমনি মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী এবং তাঁর রাজনীতিপূর্ব জীবনে বিজ্ঞান সাক্ষরতাকে আমরা সমাধান বলে গণ্য করিনা, তবে সমাধানের একটা পন্থা হিসাবে গ্রহণ করি।

আমরা আশাবাদের অনন্ত সাগরে আমাদের জাতীয় স্বপ্নকে সওয়ারী করে পাল তুলেছি ভবিষ্যত অভিযাত্রার বজরায়। নেতিবাচকতার বিসর্গও আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই সরকার ও প্রশাসনের কাছে জনগণের প্রত্যাশা যখন অপমানিত ও উপেক্ষিত হয়ে মাথাকুটে মরছে এবং আত্মশক্তিতে উত্থানের ক্ষেত্র নির্বাচন করছে, তখন এই মন্ত্রণালয় গঠন যদি মৃতপ্রায় পুরাতন বিজ্ঞান মন্দিরগুলিতে লোলচর্ম বিজ্ঞানকে আয়ুষ্মান করার জন্য ধুপধুনা জ্বালানোর আয়োজন হয়, আমাদের বলার কিছু নাই। কিন্তু আমাদের দাবী স্পষ্ট, মৃতবিজ্ঞানের গোরে জাতির সকৃপণ সহায় সম্পদ ও মনোযোগ ব্যয় না-করে আমাদের নীতিনির্ধারকরা নববিজ্ঞানের দ্বারে যদি আলো জ্বালেন, একটা বেগবান জীবনমুখী জোয়ার শুরু হতে পারে।

জাতির মেধাবুদ্ধি নষ্ট করে একটা অরাজক হতাশা তৈরী করা হয়েছে গত ২৩ বছরে। দেশের ২৩ ভাগের এক ভাগ লোক এখন দেশ ছেড়ে পালানোর পথ খুঁজছে কাজের অন্বেষণে। জাতীয় মাথাপিছু আয় ২১০ ডলারে স্থির হয়ে আছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে পল্লবিত হারে। এ সময়ে আমরা লাখ লাখ শিক্ষিত তরুণের বেকারত্ব পশ্চাদপদ প্রশাসন-ব্যবস্থাপনা, অনগ্রসর জীবন স্তরকে ফুঁড়ে একটা দিগন্ত কাঁপানো vertical rise বা বিস্ময়কর উত্থানের জন্য এজাতিকে বড় ভাবে তথ্য শিল্পের যুগে নিয়ে যাবার জন্য জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দিয়ে, দেশে বসে সারা বিশ্বের অফুরান কাজ করে, দেশকে 'ডলারে' ভরে তুলবার জন্যই ডাটাএন্ট্রি, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ই-মেইলের পথ ধরবার পথ বাৎলে আসছি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কমপিউটার কাউন্সিল, তার ডাকসাইটে কর্ণধার, শিক্ষামন্ত্রী এবং ডক্টরেটধারী এমপি নিজেদের ক্ষুদ্র করলেও সে লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে অগ্রসরমান জনগণ।

সরকারের বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে কমপিউটার জগৎ গার্মেন্টসের মত ব্যাপক কর্মসংস্থানের তথ্য শিল্পের সিংহফটক খুলে দেবার যে আবহ তৈরী করেছে তার জবাবে সরকার-প্রশাসন কিচিরমিচির অবোধ্য আওয়াজ তুলে চুপ। কিন্তু এ কাগজ পশ্চিমবঙ্গে কী বোধোদয় ঘটিয়েছে। (এ সংখ্যার ৬৩ পৃষ্ঠায়) তা দেখে আপন দেশের অবস্থায় আমাদের কষ্ট হয়, বড় কষ্ট হয়।

নবগঠিত মন্ত্রণালয় ও তার মন্ত্রী তথ্য শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে এখাতের অগ্রপথিকদের সাথে কয়েকদফা পূর্নাঙ্গ আলোচনায় যদি ই-মেইল, প্যাকেট সুইচিং এক্সচেঞ্জ, দেশে কমপিউটার নির্মাণ, অপ্রকাশ্যে পরিচালিত ডাটা শিল্পকে সম্মান দিয়ে প্রকাশ্যে তুলে এনে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে এক বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি বিকাশের যে ক্ষেত্র তৈরী হবে তাতে স্থান পাবে লক্ষ লক্ষ তরুণ। ক্ষমতাসীনদের অজ্ঞানতার অহংবোধ এবং মূর্খতার ধ্বংসস্তূপ এদেশ অনেক দেখেছে। বর্তমান সরকার ও মন্ত্রণালয় সে প্রজ্ঞাগুলি বাদ দিয়ে সম্ভাবনাময় রাজপথে পা দিলে জাতির ও তাদের মঙ্গল হবে।

লেখক সম্পাদক : রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল • মোঃ হাসান শরীফ